আমাদের সময়

তারিখ ...08 AUG 2015...
পৃষ্ঠা ...৫... কলাম ...৪...

বগুড়ার ৮৪ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিম্নমানের উপকরণ সরবরাহ

নিজস্ব প্রতিবেদক বগুড়া ও দুপচাঁচিয়া প্রতিনিধি ●

দুপচাঁচিয়ায় ৮৪ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিম্নমানের শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এমজিএম সারোয়ার হোসেন দুই লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এমজিএম সারোয়ার হোসেন।

অভিযোগে জানা যায়, প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খুদে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা উপকরণ স্ব স্ব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কেনার কথা থাকলেও বিধি ভঙ্গ করে বেশ কয়েকজন প্রধান শিক্ষকের সহযোগিতায় নিম্নমানের শিক্ষা উপকরণ ক্রয় করে তা নিজেই পিকআপ ভ্যানে করে ওই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠান উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এমজিএম সারোয়ার হোসেন। এ ঘটনায় শিক্ষকদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

দুপচাঁচিয়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নূরে আলম ছিদ্দিকী জানান, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সাব ক্লাস্টারের দায়িত্বে থাকা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার মাধ্যমে উপকরণ পাঠিয়ে দিয়েছেন। উপকরণগুলো কম দামের ও খুবই নিম্নমানের। এসব উপকরণের খুব বেশি দাম হলে এক হাজার ৩০০ থেকে এক হাজার ৪০০ টাকা হবে। তার পাঠানো উপকরণের বাক্স খুলে নিম্নমানের উপকরণ দেখে তা বাক্সবন্দি করে রেখেছি।

দুপচাঁচিয়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এমজিএম সারোয়ার হোসেন অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, দুটি মাসিক সমন্বয় সভায় অধিকাংশ প্রধান শিক্ষকদের মতামত নিয়ে একটি কমিটি করে উপকরণ কেনা হয়েছে। নিম্নমানের উপকরণের অভিযোগ থাকলে তা পরিবর্তন করার সুযোগ আছে। উপকরণ কেনা নিশ্চিত করার জন্যই এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বগুড়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হোসেন আলী বলেন, নিয়ম মোতাবেক উপকরণ কেনার টাকা স্ব স্ব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হবে। প্রধান শিক্ষক ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের নিয়ে উপকরণগুলো কিনবেন। শিক্ষা কর্মকর্তা যদি এসব উপকরণ ক্রয় করার সঙ্গে জড়িত থাকেন এমন অভিযোগ পেলে তদন্ত করে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।